দৈনিক ইত্তেফাক

FEB. 16 2002

তারিখ ... ... ... ... ... ... ...
পৃষ্ঠা ৫ ... কলাম ... ৩ ......

# ইংরেজী শিক্ষার সমস্যা

মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে ছাপা হয়, ইংরেজী শিক্ষা দেবার জন্য যোগ্য শিক্ষকের অভাব। বিষয়টি অস্বীকার করার উপায় নেই। এ সত্য স্বীকার করেই শিক্ষা অধিদপ্তর ইংরেজী শিক্ষকদের অবসর গ্রহণের বয়স- সীমা পাঁচ বছর বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষা দেয়ার যে সমস্যা তা সমাধান করতে হলে অনেক গভীরে যেতে হবে। ইংরেজী একটি আন্তর্জাতিক ভাষা। বিশেষতঃ আমাদের শিক্ষা জীবনে এর প্রভাব সীমাহীন। প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত 'ইংলিশ ফর টুডে' নামে যে বইটি পাঠ্যপুস্তক হিসেবে অনুমোদিত হয়েছে তা নিঃসন্দেহে যুগোপযোগী। প্রত্যেকটি লেসন-এর পাঠ অন্তে অনুশীলনের যে কাঠামো দেয়া হয়েছে তা ঠিকভাবে মূল্যায়ন করলে ইংরেজী না জানার বা না বোঝার কথা নয়। সমস্যাটা সিন বা আনসিন লেসন কমপ্রিহেনশন-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সমস্যার সমাধান করতে হলে অনুশীলনীর যথাযথ মূল্যায়ন করতে হবে। আমরা জানি যে, কোন ভাষা শুদ্ধভাবে বুঝতে বা লিখতে হলে গ্রামার অবশ্যই জানতে হবে। গ্রামার যে কোন ভাষার চালিকা শক্তি। পাঠ্য বইতে এর মূল্যায়ন করা হলেও পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের মান বন্টনে গ্রামারের যথাযথ মূল্যায়ন করা হয়নি। যার ফলে সকল পরীক্ষার্থীই অনুশীলনের গ্রামারের কাঠামো বাদ দিয়েই প্রশ্নপত্রের ধারা অনুসারে পড়াশোনা করেই পাস করতে চায়। এতে ইংরেজী শেখার মূল উদ্দেশ্যটা ব্যাহত হয়। ইংরেজী জানার চেয়ে পাস করাই যখন মুখ্য উদ্দেশ্য তখন পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে যে বিষয়ে প্রশ্ন থাকবে না তা পাড়ার সার্থকতা কোথায়? বস্তুত ইংরেজী ভাষার ভিত্তি যার ওপর প্রতিষ্ঠিত তার ওপর প্রশ্নপত্রে কোন প্রশ্নই থাকে না। তাই শিক্ষার্থীরা তা পড়তে বা জানতে চায় না। ফলে পরীক্ষায় পাস করা সম্ভব হলেও ইংরেজী ভাষা আয়ত্তে আনা কোনক্রমে সম্ভব নয়।

পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, উভয় পত্রে প্যারাগ্রাফ, লেটার ও অ্যাপলিকেশন–এর ওপর প্রশ্ন থাকে। নম্বর ৫০। একই পরীক্ষায় একই বিষয় উভয়পত্রে একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। অথচ পাঠ্যবইতে গ্রামারের কাঠামো থাকা সত্ত্বেও পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে কাঠামো থেকে কোন সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন থাকে না। গ্রামার যদি নাই বুঝলাম ইংরেজী বুঝবো বা লিখবো কিভাবে। তাই প্রত্যেক পরীক্ষায় প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত গ্রামারের কাঠামোর ওপর প্রশ্ন বাধ্যতামূলক করা হলে সমস্যা কিছুটা সমাধান হতে পারে। আমরা ইংরেজী শিখি ইংরেজী শুদ্ধভাবে বলা বা লেখার জন্য। অথচ অনুবাদের কোন প্রশ্নই থাকে না মাধ্যমিক স্তরের প্রশ্নপত্রে। ফলে ইংরেজীতে কথা বলা বা লেখার প্রবণতা এতে কমে বৈ বাড়ে না। তাই অনুবাদের প্রশ্ন থাকাও প্রশ্নপত্রে বাঞ্ছনীয়। সর্বাগ্রে আমাদের মনে রাখতে হবে ভিত পাকা না হলে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বা উচ্চস্তরও সুদৃঢ় হবার আশা করা অবাস্তব। ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ত্রুটিহীন শিক্ষা দেয়া যায় না। মনে রাখতে হবে আজকের শিক্ষার্থী আগামী দিনের শিক্ষক। বিষয়টির প্রতি সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

**ফিরোজ আলম মজুমদার,**
প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ও বোর্ড পরীক্ষক,
ঢাকা।